সূরা ১১৩ ঃ ফালাক, মাক্কী
(আয়াত ৫, রুকূ ১)

١١٣ – سورة الفلق، مَكِّيَّةٌ
(اٰيَاتُهَا : ٥، رُكُوْعَاتُهَا : ١)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ.
(১) বল ঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি ঊষার স্রষ্টার।	١. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ
(২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন উহার অনিষ্টতা হতে।	٢. مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
(৩) অনিষ্টতা হতে রাতের, যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়।	٣. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
(৪) এবং ঐ সব নারীর অনিষ্টতা হতে যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয়,	٤. وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّـٰثَـٰتِ فِى ٱلْعُقَدِ
(৫) এবং অনিষ্টতা হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।	٥. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.

মুসনাদ ইব্‌ন আবী হাতিমে যাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, فَلَق সকাল বেলাকে বলা হয়। (তাবারী ২৪/৭০০) আউফী (রহঃ) ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণনা করেছেন। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্‌ন যুবাইর (রহঃ), আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আকিল (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ) এবং ইব্‌ন যায়িদও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মালিকও (রহঃ) যায়িদ ইব্‌ন আসলাম (রহঃ) থেকে এরূপ একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। (তাবারী ২৪/৭০১) আল কারাজী (রহঃ), ইব্‌ন যায়িদ (রহঃ) এবং ইব্‌ন জারীর (রহঃ) বলেছেন ঃ ইহা নিম্ন আয়াতেরই অনুরূপ ঃ

فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ

তিনিই রাতের আবরণ বিদীর্ণ করে রঙ্গিন প্রভাতের উন্মেষকারী। (সূরা আন'আম, ৬ ঃ ৯৬) (তাবারী ২৪/৭০১)

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ অর্থাৎ সৃষ্টির সমস্ত খারাবী থেকে। ছাবিত আল বুনানি (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন ঃ সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর অপকারিতার মধ্যে জাহান্নাম, ইবলীস ও ইবলীসের সন্তান সন্ততিও রয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বলেন যে, غَاسِقٍ এর অর্থ হল রাত এবং اِذَا وَقَبْ এর অর্থ হল সূর্যাস্ত। (ফাতহুল বারী ৮/৬১৩) অর্থাৎ যখন অন্ধকার রাত উপস্থিত হয়। ইব্ন নাযিহও (রহঃ) মুজাহিদের (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ অনিষ্টতা হতে রাতের, যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাজী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), খুসাইফ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং কাতাদাহও (রহঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন ঃ নিশ্চয়ই ইহা ঐ রাত যখন ঘন অন্ধকারসহ এগিয়ে আসে। (তাবারী ১২/৭৪৮) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, আরাবের লোকেরা সুরাইয়া নক্ষত্রের অস্তমিত হওয়াকে غَاسِقٍ বলে। অসুখ এবং বিপদ আপদ সুরাইয়া নক্ষত্র উদিত হওয়ার পর বৃদ্ধি পায় এবং ঐ নক্ষত্র অস্তমিত হওয়ার পর অসুখ বিপদ আপদ কেটে যায়।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন যে, غَاسِقٍ এর অর্থ হল চাঁদ। তাফসীরকারদের দলীল হল মুসনাদ আহমাদে হারিশ ইব্ন আবী সালামাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীস, যাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশার (রাঃ) হাত ধরে চাঁদের প্রতি ইশারা করে বললেন ঃ 'আল্লাহর কাছে ঐ غَاسِقٍ এর অপকারিতা হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।' (আহমাদ ৬/৬১, তিরমিযী ৩৩৬৬)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ অনিষ্টতা হতে রাতের, যখন ওটা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেছেন ঃ ইহা হল তন্ত্র-মন্ত্র। (তাবারী ১২/৭৫০, ৭৫১) মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেছেন যে, যখন তারা যাদু-মন্ত্র পাঠ করে এবং গিঁড়ায় ফুঁক দেয়।

অন্য হাদীসে রয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন ঃ 'আপনি কি রোগাক্রান্ত?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।' জিবরাঈল (আঃ) তখন নিম্নের দু'আটি পাঠ করেন ঃ

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ' مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ. اَللَّهُ يَشْفِيْكَ' بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيْكَ

'আল্লাহর নামে আমি আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি সেই সব রোগের জন্য যা আপনাকে কষ্ট দেয়, প্রত্যেক হিংসুকের অনিষ্টতা ও কুদৃষ্টি হতে আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন।' (মুসলিম ২১৮৬)

রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) যাদু করার বর্ণনা

সহীহ বুখারীতে 'কিতাবুত তিব্ব' -এ আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যাদু করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ভেবেছিলেন যে, তিনি তাঁর স্ত্রীদের কাছে গিয়েছেন, অথচ তিনি তাঁদের কাছে যাননি। সুফইয়ান (রহঃ) বলেন যে, এটাই যাদুর সবচেয়ে বড় প্রভাব। এ অবস্থা হওয়ার পর একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ 'হে আয়িশা! আমি আমার প্রতিপালককে জিজ্ঞেস করেছি এবং তিনি আমাকে জানিয়েছেন। দু'জন লোক আমার কাছে আসেন। একজন আমার মাথার কাছে এবং অন্যজন আমার পায়ের কাছে বসেন। আমার মাথার কাছে যিনি বসেছিলেন তিনি দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'এর অবস্থা কি?' দ্বিতীয়জন উত্তরে বললেন ঃ 'এর উপর যাদু করা হয়েছে।' প্রথম জন প্রশ্ন করলেন ঃ 'কে যাদু করেছে?' দ্বিতীয়জন জবাব দিলেন ঃ 'লাবীদ ইব্ন আ'সাম। সে বানূ যুরাইক গোত্রের লোক। সে

ইয়াহুদীদের মিত্র এবং মুনাফিক।' প্রথম জন জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'কিসের মধ্যে যাদু করেছে?' দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন ঃ 'মাথার চুলে ও চিরুণীতে।' প্রথমজন প্রশ্ন করলেন ঃ 'কোথায়, তা দেখাও।' দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন ঃ 'খেজুর গাছের শুকনা বাকলে এবং যারওয়ান কূপের ভিতর পাথরের নিচে।' আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ কূপের কাছে গমন করলেন এবং তা থেকে ওসব বের করলেন। ঐ কূপের পানি ছিল যেন মেহদীর রং এবং ওর পাশের খেজুর গাছগুলোকে ঠিক শাইতানের মাথার মত মনে হচ্ছিল। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এ কাজের জন্য তার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ঃ আল্লাহ আমাকে নিরাময় করেছেন ও সুস্থতা দিয়েছেন। আমি মানুষের মধ্যে মন্দ ছড়ানো পছন্দ করিনা।' (ফাতহুল বারী ১০/২৪৩)

সূরা ফালাক এর তাফসীর সমাপ্ত।